

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

জগন্মাতা ‘কালীপূজা

শরৎকাল, অমাবস্যা, রাত্রি ৭টা। সেই উপরের ঘরেই পূজার সমস্ত আয়োজন হইয়াছে। নানাবিধ পুষ্প, চন্দন, বিল্বপত্র, জবা; পায়স ও নানাবিধ মিষ্টান্ন ঠাকুরের সম্মুখে ভক্তেরা আনিয়াছেন। ঠাকুর বসিয়া আছেন। ভক্তেরা চতুর্দিকে ঘেরিয়া বসিয়া আছেন। শরৎ, শশী, রাম, গিরিশ, চুনিলাল, মাস্তার, রাখাল, নিরঞ্জন, ছোট নরেন, বিহারী প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্ত।

ঠাকুর বলিতেছেন, “ধুনা আন”। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর জগন্মাতাকে সমস্ত নিবেদন করিলেন। মাস্তার কাছে বসিয়া আছেন। মাস্তারের দিকে তাকাইয়া ঠাকুর বলিতেছেন, “একটু সবাই ধ্যান করো”। ভক্তেরা সকলে একটু ধ্যান করিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে গিরিশ ঠাকুরের পাদপদ্মে মালা দিলেন। মাস্তারও গন্ধপুষ্প দিলেন। তারপরেই রাখাল। তারপর রাম প্রভৃতি সকল ভক্তেরা চরণে ফুল দিতে লাগিলেন।

নিরঞ্জন পায়ে ফুল দিয়া ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মময়ী বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া, পায়ে মাথা দিয়া প্রণাম করিতেছেন। ভক্তেরা সকলে ‘জয় মা! জয় মা!’ ধ্বনি করিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইয়াছেন। কি আশ্চর্য! ভক্তেরা অদ্ভুত রূপান্তর দেখিতেছেন। ঠাকুরের জ্যোতির্ময় বদনমণ্ডল! দুই হস্তে বরাভয়! ঠাকুর নিস্পন্দ বাহ্যশূন্য! উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। সাক্ষাৎ জগন্মাতা কি ঠাকুরের ভিতর আবিভূর্তা হইলেন!

সকলে অবাক হইয়া এই অদ্ভুত বরাভয়দায়িনী জগন্মাতার মূর্তি দর্শন করিতেছেন।

এইবারে ভক্তেরা স্তব করিতেছেন। আর একজন গান গাহিয়া স্তব করিতেছেন ও সকলে যোগদান করিয়া সমস্বরে গাইতেছেন।

গিরিশ স্তব করিতেছেন:

কে রে নিবিড় নীল কাদম্বিনী সুরসমাজে।
কে রে রক্তোৎপল চরণ যুগল হর উরসে বিরাজে ॥
কে রে রজনীকর নখরে বাস, দিনকর কত পদে প্রকাশ।
মৃদু মৃদু হাস ভাস, ঘন ঘন ঘন গরজে ॥

আবার গাইতেছেন:

দীনতারিণী, দূরিতহারিণী, সত্ত্বরজস্তুম ত্রিগুণধারিণী,
সৃজন-পালন-নিধনকারিণী, সগুণা নির্গুণা সর্বস্বরূপিণী।

তুংহি কালী তারা পরমাপ্রকৃতি, তুংহি ব্যোম ব্যোমকেশ প্রসবিনী।
 তুংহি স্থল জল অনিল অনল, তুংহি ব্যোম ব্যোমকেশ প্রসবিনী।
 সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসক ন্যায়, তন্ন তন্ন জ্ঞানে ধ্যানে সদা ধ্যায়,
 বৈশেষিক বেদান্তে ভ্রমে হয়ে ভ্রান্ত, তথাপি অদ্যাপি জানিতে পারেনি ॥
 নিরুপাধি আদি অন্তরহিত, করিতে সাধক জনার হিত,
 গণেশাদি পঞ্চরূপে কালবধঃ ভবভয়হরা ত্রিকালবর্তিনী।
 সাকার সাধকে তুমি সে সাকার, নিরাকার উপাসকে নিরাকার,
 কেহ কেহ কয় ব্রহ্ম জ্যোতির্ময়, সেও তুমি নগতনয়া জননী।
 যে অবধি যার অভিসন্ধি হয়, সে অবধি সে পরব্রহ্ম কয়,
 তৎপরে তুরীয় অনির্বচনীয়, সকলি মা তারা ত্রিলোকব্যাপিনী।

বিহারী স্তব করিতেছেন:

মনেরি বাসনা শ্যামা শবাসনা শোন মা বলি,
 হৃদয় মাঝে উদয় হইও মা, যখন হবে অন্তর্জলি।
 তখন আমি মনে মনে, তুলব জবা বনে বনে,
 মিশাইয়ে ভক্তি চন্দন মা, পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি।

মণি গাহিতেছেন ভক্তসঙ্গে:

সকলি তোমারি ইচ্ছা মা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,
 তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।
 পঙ্কে বদ্ধ কর করী পঙ্গুরে লজ্জাও গিরি,
 কারে দাও মা ইন্দ্রত্বপদ কারে কর অধোগামী।
 আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরগী,
 আমি রথ তুমি রথী যেমন চালাও তেমনি চলি।

গান - তোমারি করুণায় মা সকলি হইতে পারে।
 অলঙ্ঘ্য পর্বত সম বিঘ্ন বাধা যায় দূরে ॥
 তুমি মঙ্গল নিধান, করিছ মঙ্গল বিধান।
 তবে কেন বৃথা মরি ফলাফল চিন্তা করে ॥

গান - গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ করো না।

গান -- নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।

ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। আদেশ করিতেছেন, এই গানটি গাইতে --

গান - কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধাতরঙ্গিনী।

গান সমাপ্ত হইলে ঠাকুর আবার আদেশ করিতেছেন --

গান - শিব সঙ্গে সদা সঙ্গে আনন্দে মগনা।

ঠাকুর ভক্তবৃন্দের আনন্দের জন্য একটু পায়স মুখে দিতেছেন। কিন্তু একেবারে ভাবে বিভোর, বাহ্যশূন্য হইলেন!

কিয়ৎক্ষণ পরে ভক্তেরা সকলে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া প্রসাদ লইয়া বৈঠকখানা ঘরে গেলেন ও সকলে মিলিয়া আনন্দ করিতে করিতে সেই প্রসাদ পাইলেন। রাত ৯টা। ঠাকুর বলিয়া পাঠাইলেন -- রাত হইয়াছে, সুরেন্দ্রের বাড়িতে আজ ঋকালীপূজা হবে, তোমরা সকলে নিমন্ত্রণে যাও।

ভক্তেরা আনন্দ করিতে করিতে সিমলা স্ট্রীটে সুরেন্দ্রের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। সুরেন্দ্র অতি যত্নসহকারে তাঁহাদিগকে উপরের বৈঠকখানা ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। বাটীতে উৎসব। সকলেই গীতবাদ্য ইত্যাদি লইয়া আনন্দ করিতেছেন।

সুরেন্দ্রের বাটীতে প্রসাদ পাইয়া বাড়িতে ফিরিতে ভক্তদের প্রায় দুই প্রহরের অধিক রাত্রি হইয়াছিল।